দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR. 7 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

129

মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি ও ওলামা যৌথসভা

কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র জমিয়াতুল মোদার্রেছীনকে কুক্ষিগত করে রেখেছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের প্রতিবাদের নামে আহূত সমাবেশে যোগ না দেয়ার আহ্বান জানিয়ে দেশের বিশিষ্ট ৮৫ আলেম বলেছেন, পত্রিকার মালিক মাওলানা মান্নান নিজের স্বার্থ রক্ষায় যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে সিদ্ধহস্ত, তা জ্ঞানী ওলামাদের অজানা নয়। তাঁরা বলেন, এই কায়েমী স্বার্থপর ব্যক্তিটি তার মদদপুষ্ট কয়েকজন মাদ্রাসাপ্রধান ও জ্ঞানপাপীদের নিয়ে জমিয়াতুল মোদারেছীন অগণতান্ত্রিকভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছেন।

৩ এপ্রিল বাংলাদেশ এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি ও ওলামা সংগঠনের যৌথ সভায় এ কথা বলা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আলহাজ মাওলানা কাজী জহিরুল ইসলাম। সভায় মাদ্রাসা শিক্ষার স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ করে বঞ্চিত এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের সরকারী অনুদান আদায়ের লক্ষ্যে আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে ঢাকায় সর্বস্তরের মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক মহাসম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, একটি পত্রিকা দীর্ঘদিন ধরে সরকারীভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের প্রচেষ্টা সংক্রান্ত জঘন্য মিথ্যা ও কাল্পনিক অপপ্রচার চালিয়ে দেশের ওলামা ও সরকারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পাঁয়তারা চালাচ্ছে। ঐ পত্রিকার মালিক মাওলানা মান্নানকে ওলামা-মাশায়েখবৃন্দ ভাল করেই জানেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের উপেক্ষা করে ১১ বছর জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের নির্বাচন করেননি। গত কয়েক বছর যাবত জমিয়াতের কেন্দ্রীয় মিটিংয়ে প্রকৃত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশও উপস্থিত হয়নি। নিকট ভবিষ্যতে তার নেতৃত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ আসছে বুঝতে পেরে তার মদদপুষ্টরা আজন্ম কওমি ও খারেজী মাদ্রাসার ঘোর বিরোধী হলেও বর্তমানে তাদের সঙ্গেই আঁতাত করেছে।

সভার প্রস্তাবে বলা হয়, গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পর মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করেনি বরং সহস্রাধিক নতুন মাদ্রাসার অনুদান ছাড় করেছে। এ অবস্থায় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদে আলীয়া মাদ্রাসার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে—তা নিয়ে মাওলানা মান্নানে যে মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, এর প্রতিবাদ করা আলীয়া মাদ্রাসা শিক্ষকদের ঈমানী দায়িত্ব।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আবদুল কবির খান, পীরে কামেল মাওলানা আশরাফ উদ্দিন, মাওঃ কাজী আবু দাউদ, মাওঃ আশরাফ আলী দেওয়ান, আলহাজ মাওলানা আবদুর রব, মাওঃ আবদুল মজিদ খান, মাওঃ বাহাউদ্দিন, মাওঃ শামছু উদ্দিন কাছেমী, মাওলানা সুলাইমান হাকিম, মাওঃ হাফিজুর রহমান, মাওঃ আঃ মতিন কুদরাতীসহ দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার ৮৫ আলেম-ওলামা।

ওলামা সমাবেশে যোগদান না করার আহ্বান

বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীনের নেতৃবৃন্দ ৮মার্চ ওলামা সমাবেশে বেসরকারী আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদেরকে যোগদান না করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে জমিয়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৯৭২ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত কোন সরকারই দ্বীনি প্রতিষ্ঠান বন্ধ করেনি এবং করতে পারবে না। বেসরকারী শিক্ষকদের একমাত্র সম্মেলন জমিয়াতুল মোদার্রেছীন। এর সুবাদে মাওলানা মান্নান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে এসে ১৮টি সরকারী মাদ্রাসাকে গলাটিপে হত্যা করেছেন। এই হীন কাজটি করেছেন তাঁর নেতৃত্ব সুদৃঢ় করার জন্য। ১৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাদ্রাসা ও শিক্ষকদের পদবি পরিবর্তন সংক্রান্ত আদেশ দিয়েছে তা প্রত্যাহার করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে যে স্বাক্ষর করেন, অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল হামিদ, অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ শহীদুল্লাহ, অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ, অধ্যক্ষ মোজাম্মেল হক, অধ্যক্ষ নাজমুশ শাহাদাত, অধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, আবদুস সাত্তার আজাদী প্রমুখ।